আমরাও যেন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে পারি: প্রধানমন্ত্রী

নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহারে যুদ্ধজাহাজ তৈরির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, আগামীতে আমরাও যেন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে পারি সে চিন্তা আমাদের করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের নিজেদের প্রয়োজন ছাড়াও এ ধরনের জাহাজ যেন আমরা বিদেশে রফতানি করতে পারি, সেভাবে আমাদের কাজ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বানৌজা ‘সংগ্রাম’র কমিশনিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বানৌজা ‘সংগ্রাম’র কমিশনিং করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, নৌবাহিনীকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। আমরা আরও সুযোগ-সুবিধা দেব। বিশ্বের উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রযুক্তি জানতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল; কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তি (করোনাভাইরাস) এসে সব উন্নয়ন অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। উন্নত ও খুব শক্তিশালী এবং অতিদরিদ্র সবার একই অবস্থা সৃষ্টি করেছে এই অদৃশ্য শক্তি। এর বিরুদ্ধে কেউ লড়তে পারছে না। তিনি নৌবাহিনীর সব সদস্যকে সুরক্ষিত থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শান্তি চাই। সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। বঙ্গবন্ধুর এই নীতিতে আমরা বিশ্বাসী।

সরকারপ্রধান বলেন, আমরা বিশাল সমুদ্রসীমা অর্জন করেছি। সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমরা দেশের উন্নয়ন করতে চাই। তিনি আশা করেন, এ ক্ষেত্রে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চীনের তৈরি বানৌজা সংগ্রাম-এর দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার এবং প্রস্থ ১১ মিটার। এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৫ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। শত্রু বিমান, জাহাজ এবং স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম জাহাজটি আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কামান, ভূমি থেকে আকাশে এবং ভূমি থেকে

ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, অত্যাধুনিক থ্রিডি রাডার, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, রাডার জ্যামিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত।

জাহাজটিতে হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য ডেক ল্যান্ডিংসহ অন্যান্য সুবিধাদি রয়েছে।

গভীর সমুদ্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মোতায়েনযোগ্য এ জাহাজর মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকায় অনুপ্রবেশ ঠেকানো, চোরাচালান ও জলদস্যুতা রোধ, সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা, সমুদ্র অর্থনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্লকসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সূত্র-যুগান্তর

গাংনীতে চাল গুজবের অবসান

চুয়াডাঙ্গা সাতগাড়ির গুদামে জব্দকৃত ১২৬৬ বস্তা চাল জব্দের ঘটনার তদন্ত শেষ হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের দুটি তদন্ত টীমই তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

তদন্তে সাহিদুজ্জামান খোকন চাল পাচারের বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা বা জড়িত নয় এবং আইনানুযায়ি প্রকল্প চেয়ারম্যান গণ চাল বিক্রি করেছেন বলে প্রমানিত হয়েছে।

এদিকে চাল নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের মত বিনিময় সভায় সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকনের জড়িত থাকা ও তার শাস্তির দাবী অহেতুক ও দলের ভাবসুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

গাংনীর খাদ্য গুদাম থেকে ছাড় হওয়া ১২৬৬ বস্তা চাল চুয়াডাঙ্গার সাতগাড়ি বাজারের জনৈক নজরুল ইসলামের গুদামে নিয়ে যাবার সময় প্রশাসনের নজরে পড়ে। এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন চাল জব্দ করেন এবং গোডাউনটি সিলগালা করেন। একই সাথে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

সেই সাথে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তিন দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। গেল রবিবার দুটি কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনে সঠিক নিয়মে চাল বিক্রি করা হয়েছে এবং সাংসদ খোকন দোষি নয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে জব্দকৃত চাল ক্রেতাকে তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে চাল নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সোস্যাল মিডিয়ায় নানা মন্তব্য প্রকাশ পায়। গত ১০ জুন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। তদন্ত টীম প্রকাশ্যে তদন্ত করা নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি।

এ ছাড়াও এমপি খোকনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগসহ নানা দুর্ণীতির ফিরিস্তি তুলে ধরেন।

ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন জানান, দলীয় এমপি ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতির বরাদ্দ দেয়া চাল বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার কাজের জন্য প্রকল্প চেয়ারম্যানদের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কোন অনিয়ম হলে তার দ্বায়ভার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যান গনের। এখানে এমপি খোকনের নাম জড়িয়ে মতোমবিনিময় সভা করাটা সমীচীন নয়। তাছাড়া মতো বিনিময় সভায় দুর্ণীতি তুলে ধরাটা কাদা ছোড়াছুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা জানান, বিগত দিনেও প্রকল্প চেয়ারম্যানরা চাল বিক্রি করেছেন। তা নিয়ে কোন কথা হয়নি। এখন কেন এতো কথা ? রাজনীতিটা বংশ পরমপরায় হয় না। মতাদর্শ বাবা ছেলের এক নাও হতে পারে। খোকন ছাত্র জিবন থেকে আওয়ামীলীগ রাজ নীতিতে জড়িত। দলীয় লোকজন কাদা ছোড়াছুড়িতে মেতে উঠেছেন মাত্র। এটা এখনই পরিহার করে সকলে মিলেমিশে সরকারের কর্মকান্ডকে বেগমান করার দাবী গাংনী উপজেলাবাসীর।

অপরদিকে যাচাই বাছাই না করে সরকারের প্রশাসনিক কর্তা ব্যাক্তিরা চাল জব্দ করে গোডাউন সিলগালা করায় দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অনেকেই। চাল জব্দের সাথে জড়িত প্রশাসনের উচিৎ িেছেলা তাৎক্ষনিক ভাবে আইন জেনে মিডিয়াকে পরিস্কার করা।

এতে গাংনী রাজনীতি ও সরকারের উন্নয়নে চরম প্রভাব পড়েছে। চাল জদ্বের ঘটনায় সোস্যাল মিডিয়াতে ঝড় ওঠে। মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ

সদস্য কর্তৃক ডিও লেটারের মাধ্যমে ১৩ টি প্রকল্প পিআইসিদের মাঝে বরাদ্দ দেয়ায় তাকে নিয়ে অশ্লিল কথাবার্তা সহ মানহানিকর অনেক তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি করার চেষ্টা করা হয়।

এবিষয়ে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, সত্য চিরদিনই সত্য। সৎ ব্যক্তি কখনোই জুলুমে পড়েনা। সাময়িক ভাবে কিছুটা হয়রানী হলেও পরে তা ঠিক হয়ে যায়। তবে যারা বিভিন্ন ভাবে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছেন তারা তাদের ভুলের মাশুল দেবেন।

‘উদ্বেগহীন গোধূলি আর আশা- জাগানিয়া সুবর্ণ প্রভাত আবারও ফিরে আসবে’

কোভিড-১৯ এ কালো মেঘ ভেদ করে রাঙা প্রভাত আবারও ফিরে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, ইস্পাতকঠিন ঐক্য ও সচেতনতার প্রাচীর গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে চিরচেনা জগৎ ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে। ফুল–ফল–ফসল, হাসি–আনন্দের বাংলাদেশ, উদ্বেগহীন গোধূলি আর আশা-জাগানিয়া সুবর্ণ প্রভাত আবারও ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সোমবার রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবনে অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

করোনার এই দুঃসময়ে সংকটের সাহসী নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের। বলেন, নানা সীমাবদ্ধতা মধ্যেও কোভিড-১৯ মহামারী থেকে রক্ষা পেতে দিনরাত সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিপদের গভীরতা ও মাত্রা বুঝেও যদি সচেতন না হই, তা হলে তা হবে জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেয়ার শামিল। এখন নিজেসহ পরিবার ও সমাজকে বাঁচানোই হবে সবার মূল কাজ।

সংক্রমণ লুকিয়ে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজ উদ্যোগে পরীক্ষা এবং

আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দিয়ে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল বলেন, করোনার সংক্রমণ ও বিস্তার দিন দিন বাড়ছে, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা এবং দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল।

এ মহামারীতে নিজের জন্য নিজে সচেতন না হলে কেউ পথ দেখাতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের। বলেন, ভালো থাকার মূলে সচেতনতা, আর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারে সার্বজনীন ঐক্য, সম্মিলিত এবং সমন্বিত প্রয়াস। সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আসুন– আমরা সরকারের নিরলস প্রয়াসে একে অপরকে সহযোগিতা করি, প্রকারান্তরে যা নিজেকে নিজে সহযোগিতা করা।’

প্রয়াত বিশিষ্টজনদের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, জাতীয় নেতা মোহাম্মদ নাসিম, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহ, সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরানসহ অনেক নেতা, দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের সবার আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং গভীর শোক জানাচ্ছি। সূত্র-যুগান্তর

সম্পূরক বাজেট পাস হচ্ছে আজ

বিদায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে জাতীয় সংসদে। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়। আলোচনা শেষে আজই সম্পূরক বাজেট পাস হবে।

রোববার সম্পূরক বাজেটের ওপর আলোচনা শুরুর কথা থাকলেও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে সংসদে উত্থাপিত শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা এবং রেওয়াজ অনুযায়ী বৈঠক মুলতবি করার কারণে সেটি হয়নি। ফলে সোমবার একদিনের মধ্যে আলোচনা ও সম্পূরক বাজেট পাস হচ্ছে।

গত ১১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২০-২১ অর্থবছরের সাধারণ বাজেট পেশ হয়। একই সঙ্গে পেশ হয় চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট।

২০১৯-২০ অর্থবছরের মূল বাজেটের আকার ছিল ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। সংশোধনে তা ৫ লাখ ১ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকায় নেমে এসেছে।

করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে আগামী এক বছরের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এটি ৩০ জুন পাস হওয়ার কথা রয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুধু মন্ত্রী-এমপিদের জীবনের মূল্য আছে: রিজভী

কোভিড-১৯ মহামারী থেকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শুধু অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (ভিআইপি) জীবনের মূল্য আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয় থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রিজভী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার দলের মন্ত্রী, এমপি, মেয়র, নেতা ও ভিআইপিদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিচ্ছেন। তাদের জন্য দ্রুততার সঙ্গে সিএমএইচ, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, হেলিকপ্টার, নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র, ভেন্টিলেটরসহ সব সুবিধা নিশ্চিত করছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে রাস্তায় মারা যাচ্ছেb, প্রধানমন্ত্রী তাদের কোনো খবর নিচ্ছেন না।

‘কারণ জাতীয় নিশুতি রাতের নির্বাচনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মসনদে থাকতে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো প্রয়োজন হয় না। তার কাছে শুধুই ‘ভিআইপি লাইভস ম্যাটার’, গরিব মানুষের জীবন উপেক্ষিত’-যোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব।

করোনা পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলো আইসিইউ ব্যবস্থাপনায় অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজধানীতে কোনো হাসপাতালেই আইসিইউ বেড খালি নেই, কোনো কোনো বেসরকারি হাসপাতালে করোনার ওয়ার্ড খুললেও আইসিইউ বেড ও চিকিৎসার জন্য গলাকাটা দাম নিচ্ছে।

বিনাচিকিৎসা করোনা রোগীরা মারা যাচ্ছেন, অভিযোগ করে তিনি বলেন, তিন মাসে করোনা উপসর্গ নিয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে– যাদের মধ্যে সিংহভাগ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা পাননি। বেঁচে থাকাবস্থায় নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারেননি তারা করোনা আক্রান্ত কিনা।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রিজভী। বলেন, করোনা-উত্তর অর্থনৈতিক মন্দাকে কাটাতে বিভিন্ন দেশে সরকারি ব্যয় সংকোচনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী নিজেদের ব্যয় কমিয়ে দৃষ্টান্ত করার চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ‘অনির্বাচিত সরকার’ হাঁটছে উল্টো দিকে। এই করোনাভাইরাসের সংকটের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি অফিসের ব্যয় বাড়িয়েছেন ৯৫ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের খরচের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা। গত বছর ৩ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার পর ব্যাপক সমালোচনা হলেও সরকার এতে কর্ণপাত করেনি।

করোনা পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের সীমিত টেস্টের লুকোচুরি করা ফলেও শনাক্তের ৯৮তম দিনে এসে আক্রান্তের সংখ্যায় চীনকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। মুখে ‘লকডাউন’ কাগজে-কলমে ‘সাধারণ ছুটি’, আবার কখনও কখনও কথিত ‘রেড জোন’, ‘ইয়েলো জোন’, ‘গ্রিন জোন’— এভাবে সরকারের একেকবার একেক ধরনের কথা পুরো পরিস্থিতিকে আরও ভঙ্গুর ও জটিল করে তুলেছে।

রিজভী বলেন, ‘অপ্রিয় বাস্তবতা হলো— সরকার নিজেও পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারছে না, কারও পরামর্শ কিংবা সহায়তাও নিচ্ছে না। কেউ সুপরামর্শ দিলে বা সহযোগিতা করতে চাইলে তাদের কটাক্ষ করা মজ্জাগত হয়ে গেছে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী-নেতাদের। দেশের মানুষের জীবন নিয়ে সরকারের এ ধরনের হেয়ালিপূর্ণ আচরণ মেনে নেয়া যায় না।’

বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও গাবতলী শহীদ জিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন ও জিয়ার নামফলক মুছে ফেলা এবং

মাগুরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কৌশিক আহমেদ সোহাগের ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের হামলায় আহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানান রিজভী।

যুগান্তর রিপোর্ট

একদিনে দুই আপনজনকে হারালাম: প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং দলের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ও ধর্মপ্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহর মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার জাতীয় সংসদের ভাষণে এই দুই নেতাকে স্মরণ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, যাদের সব সময় পাশে পেয়েছি, তাদের মধ্যে দুই আপনজনকে একদিনেই হারালাম, এটি খুবই কষ্টের।

এদিন এই দুই সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে সংসদে আনা একটি শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। এর আগে শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েকজন সংসদ সদস্য।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, একই দিনে পরপর দুজনের মৃত্যু খুবই কষ্টকর। আমাদের এই সংসদে বারবার শোক প্রস্তাব আনতে হচ্ছে।

শোক প্রস্তাবের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী দুই নেতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তাদের পরিবার সদস্যদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান।

নাসিম ও আব্দুল্লাহকে স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমি দেশে ফেরার পর রাজনীতি করার মত পরিবেশ ছিল না। পদে পদে আমাকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সময় যে দুজনকে আমি সব সময় পাশে পেয়েছি, একই দিনে

তাদের হারালাম।

‘ওয়ান-ইলেভেনের’ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তখনকার সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকারের সময় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম কারাগারে থাকাবস্থায় স্ট্রোক করে পড়ে ছিলেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই সময় কারাবন্দি সালমান এফ রহমানের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স সবসময় জেলগেইটে রাখা থাকত তার পরিবারের পক্ষ থেকে। ওই অ্যাম্বুলেন্সে করে মোহাম্মদ নাসিমকে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয় বলে তিনি সেই যাত্রায় বেঁচে যান। তবে ওই সময় তার শরীরের একপাশ অবশ হয়ে যায়।

আবেগাপ্লুত আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, ‘অনেক কষ্ট বুকে নিয়ে এখানে দাঁড়াতে হচ্ছে। মাত্র ১০ তারিখে (১০ জুন) আমরা পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু করলাম। তখন একজন মাননীয় সংসদ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন। শোক প্রস্তাব নিয়েছি।

কয়েকটা দিন মাত্র গেল। আজ ১৪ তারিখ। আমরা হারালাম আমাদের সংসদের সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে। সকালে পেলাম তার মৃত্যুর খবর, আর রাতে ১০টা-সাড়ে ১০টায় আবদুল্লাহ সাহেবের কথা শুনলাম অসুস্থ। হাসপাতালে নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে না গিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সিএমএইচে। যাওয়ার পথে জাহাঙ্গীর গেইট পার হতে না হতে একটা অ্যাটাক হল। খুব অল্প সময়ে মধ্যে পরপর তিনটা অ্যাটাক। একই দিনে দুজনের মৃত্যু। আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর…।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করেনাভাইরাসে এমন একটি অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে দলের কেউ মারা গেলে তার পরিবারের কাছে ছুটে গিয়ে সান্ত্বনাটুকু তিনি দিতে পারছেন না।

সংসদে আসতে বাধা পেয়েছেন জানিয়ে সংসদ নেতা বলেন, আজকে আমি সংসদে আসব, কিন্তু আমাকে অনেক জায়গা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ভীষণভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, ‘না না আপনি যাবেন না, নেত্রী যাবেন না’। আমি বললাম গুলি, বোমা, গ্রেনেড কত কিছুই তো মোকাবেলা করে করে এ পর্যন্ত এসেছি। এখন কী একটা অদৃশ্য শক্তি তার ভয়ে ভীত হয়ে থাকব আর পার্লামেন্টের মেম্বার, আমাদের আওয়ামী লীগের পরিবারের একজন সংসদ তাকে হারিয়েছি, আর আমাদের কেবিনেট সদস্য একজন, তাকে হারালাম- আর সেখানে আমি যাব না! এটা তো হয় না।

অন্যদের মধ্যে বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের,

মতিয়া চৌধুরী, মৃণাল কান্তি দাস, হাবিবে মিল্লাত, জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টির মুস্তফা লুৎফুল্লাহ শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্রেইন স্ট্রোক করেছিলেন ৭২ বছর বয়সী নাসিম। ৯ দিন লাইফ সাপোর্টে থেকে শনিবার সকালে মারা যান বর্ষীয়ান এই রাজনীতিক। এই শোক না কাটতেই একই দিন রাতে বেইলি রোডের বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহ। তাকে ঢাকা সিএমএইচে নেয়ার পথে মৃত্যু হয়। সে সময় জানানো হয়েছিল, ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর ‘হার্ট অ্যাটাক’ হয়েছিল। মৃত্যুর পর নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়, তিনি করোনাভাইরাসেও আক্রান্ত ছিলেন।
যুগান্তর রিপোর্ট

আজ সংসদে আসতে আমাকে বাধা দেয়া হয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাধা দেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেছেন, সংসদে আসব, অনেক জায়গা থেকে কিন্তু আমাকে ভীষণভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, নিষেধ করা হয়েছে। বলেছে- নেত্রী আপনি যাবেন না। আমি বললাম– গুলি, বোমা, গ্রেনেড কত কিছুই তো মোকাবেলা করে এ পর্যন্ত এসেছি। আর একটা অদৃশ্য শক্তি তার ভয়ে ভীত হয়ে থাকব?

রোববার জাতীয় সংসদে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে আনা শোক প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর মৃত্যুতে তিনি শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্যের হার মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই আমরা কমিয়ে এনেছি। আমাদের জিডিপি বেড়ে গিয়েছিল। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছিলাম। কিন্তু এমন একটি অদৃশ্য শক্তি করোনাভাইরাস

সারাবিশ্বটাকে স্থবির করে দিয়েছে। সারাবিশ্বে কেমন একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করল। আমাদের কোনো নেতাকর্মী মারা গেলেও আমরা ছুটে গেছি তার জানাজায়, কবরে ফুল দেয়া ও পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখন এমনই অস্বাভাবিক পরিবেশ যে আমরা এবার সেটি করতে পারলাম না। সেটিই হলো সবচাইতে বড় কষ্টকর। একটা আতঙ্ক, ভয়ভীতি যেন সারাবিশ্বকে পেয়ে বসেছে।

করোনাকে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে সরকারপ্রধান বলেন, এটি এক ধরনের যুদ্ধ। এই সময় আমাদের দুজন হারালাম, যারা সবসময় আমাদের সঙ্গে ছিল। তাদের হারানোটা অত্যন্ত কষ্টের। আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

প্রসঙ্গত শনিবার আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম ও আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মারা যান। নাসিম করোনায় আক্রান্ত হলেও পরে মুক্ত হন। কিন্তু আবদুল্লাহর মৃত্যু সর্বনাশা করোনায়। সূত্র-যুগান্তর

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ আর নেই

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মো. আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন। শনিবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে তার মৃত্যু হয়। প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব শেখ নাজমুল হক সৈকত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শেখ আব্দুল্লাহ ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মো. আব্দুল্লাহ ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতী নদীর তীরবর্তী কেকানিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শেখ মো. মতিউর রহমান এবং মাতা মরহুমা আলহাজ্ব

মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। চার ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট মুজিব বাহিনীর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ সেবা করার লক্ষ্যে চাকুরির পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তার নেতৃত্বে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এরপর কাউন্সিলের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বাজেটের ব্যাপকতা বিএনপি বুঝবে না: ওবায়দুল কাদের

প্রস্তাবিত ২০২০-২১ সালের বাজেটকে জনবান্ধব, জীবনঘনিষ্ঠ ও পরিকল্পিত দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, বিএনপির পক্ষে এই বাস্তবসম্মত বাজেটের ব্যাপকতা ও সম্ভাবনা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর শুক্রবার রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বাজেট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কোনো ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ না করে বিএনপি আগেভাগে প্রস্তুত করা ও মনগড়া পুরনো ও গতানুগতিক গল্পের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

তিনি বলেন, বিএনপির নেতারা গত ১১টি বাজেট ঘোষণার পর বাজেট নিয়ে নানা ধরনের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছেন এবং বরাবরই বলেছেন, বাজেট বাস্তবায়ন হবে না।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মাত্র ৫০ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রণয়ন করেছিল। আর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ শুধুমাত্র স্বাস্থ্যখাতে ৪১ হাজার ২৭ কোটি টাকা এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

‘তাই বিএনপির পক্ষে এই বাজেটের ব্যাপকতা ও সম্ভাবনা অনুধাবন করা সম্ভব নয়, এটাই স্বাভাবিক’ যোগ করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, যার অর্থায়ন এক-তৃতীয়াংশই ঋণ ও অনুদান নির্ভর।

এই বাজেট প্রত্যাখান করেছে বিএনপি। বলেছে, এটি কল্পনাপ্রসূত । সূত্র-যুগান্তর

গাংনীর চাল কান্ডে সরকার ও দলের মান ক্ষুন্ন হয়েছে-এম.এ খালেক

গাংনীর চাল চুয়াডাঙ্গা জব্দ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নাম সংবলিত কাবিখা প্রকল্পের ১২৬৬ বস্তা চাল জব্দ এতেই সরকার ও দলের ভাবমূর্তি চরমভাবে নষ্ট হয়েছে। চাল বিক্রি বৈধ হোক আর অবৈধ হোক সেটি পরের বিষয়।

চাল নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে যে প্রকার চালাচালি শুরু হয়েছে তাতে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার আওয়ামী লীগকে চরম বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে । এতে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন গাংনী উপজেলা

পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় কালে এমন কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার প্রশাসন, সহ বিভিন্ন মহল যখন কঠিন সময় পার করছেন তখন সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য একটি মহল উঠে পড়ে লেগেছে।

তেমনি গাংনি উপজেলা কতিপয় সরকারি দপ্তরের অসাধু কর্মচারীদের যোগসাজশে সরকারের সম্পদ লুট করার মহোৎসবে মেতে উঠেছে। সেই মহলটি গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস ও খাদ্য অফিস কে সাথে নিয়ে এ সকল কাজ শুরু করেছে। তিনি আরো বলেন,১২৬৬ বস্তা চাউল খাদ্য অধিদপ্তরের বস্তা সংবলিত গাংনী উপজেলার চাউল চুয়াডাঙ্গায় জব্দ হওয়ার ঘটনায় পৃথক পৃথক যে তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে তাতেও জনগণের চোখে ধুলোখেলা হয়েছে।

এম এ খালেক তদন্ত টিমের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বলেন, একটি শক্ত মহলের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে এসে প্রকাশ্যে উপজেলা পরিষদের সামনে টেবিল পেতে পিআইসি দেরকে যেভাবে জিজ্ঞেস করেছেন তারা মুখ খুলতে সাহস পায়নি। তাছাড়া পিআইসি দের মাধ্যমে উত্তোলনকৃত চাউলের বিষয় কিছুই জানেন না বলে গণমাধ্যমকর্মীদের কে জানিয়েছিলেন। তদন্তের নামে টালবাহানা করা হয়েছে বলেও তিনি এসময় মন্তব্য করেন। নিজ এলাকার থেকে চাউল নিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিক্রির ঘটনায় তিনি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। সেই সাথে সঠিক তদন্তের মাধ্যমে বিষয়টি জনগণের কাছে পরিষ্কার করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান।

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, জেলা পরিষদের সদস্য মজিরুল ইসলাম,মহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাবেক গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতি নেতৃবৃন্দ এসময় পৃথক পৃথক মন্তব্য করেন।

তবে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস সূত্রে সরকারি এক পরিপত্রের সূত্র ধরে বলেন, সরকারি কাবিখা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ৫০ থেকে ৬০ পার্সেন্ট এমনকি ৭০ পার্সেন্ট বিক্রি